

“কাযী ইয়াজ (রহ) বলেন, সকল উলামাগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, কোনো কাফের খেলাফতের

দায়িত্বযোগ্য নয় এবং কোনো খলীফার মাঝে যদি কুফরী প্রকাশ পায় তাহলে সে অপসারিত হবে। তিনি বলেন, এমনিভাবে শাসক যদি নামায কয়েম করা অথবা নামাযের দিকে আহ্বান করা ছেড়ে দেয় (তাহলেও)। [শরহে মুসলিম লিল ইমাম নববী, অধ্যায়-ওজুবু তআতিল উমারা, খন্ড:১২, পৃষ্ঠা:২২৯]

কাযী ইয়াজ (রঃ) আরো বলেন, “সুতরাং তার থেকে কোন কুফরী বা শরীয়াহ পরিবর্তন বা বিদযাত প্রকাশ পেলে, সে তার দায়িত্ব থেকে খারিজ হয়ে গেল এবং তার আনুগত্যের অধিকার সে হারালো; আর এ অবস্থায় মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব যে, তারা তার কিতাল করবে, তাকে অপসারণ করবে এবং একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক নিয়োগ করবে যদি তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। আর যদি একদল মানুষ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে এটি সম্ভব না হয় তবে ঐ দলটিকে রুখে দাঁড়াতে হবে এবং ঐ কাফিরকে অপসারণ করতে হবে। তবে বিদ’আতীর ক্ষেত্রে সক্ষমতার প্রবল ধারণা হলেই এটি আবশ্যিক। অতএব যদি সত্যিই অক্ষমতা বিরাজ করে তাহলে বিদ্রোহ করা আবশ্যিক নয়, তবে মুসলমানদেরকে ঐ এলাকা থেকে অন্য কোথাও তাদের দ্বীন নিয়ে হিজরত করতে হবে।” [সহীহ মুসলিম বি শারহুন নববী, কিতাবুল ইমারাহ ১২/২২৮]

মোল্লা আলী ক্বারী (রহ) বলেন, উলামাগণ একমত হয়েছেন যে, কোনো কাফের শাসনভার পেতে পারে না। যদি শাসক হবার পর তার উপর কুফর আপত্তি হয়, তবে সে অপসারিত হবে। একই হুকুম বর্তাবে, যদি নামায কয়েম, নামাযের দিকে আহ্বান ছেড়ে দেয়, অথবা বিদ’আত করে। [মিরকাত, খন্ড:১১, পৃষ্ঠা:৩০৩]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রঃ) বলেছেন:

لَا قُوَّةَ لِهَذَا إِذَا دَاوَلَا عَامِلًا مَيْلًا فِي عَارِمًا رُجُلًا مِمَّنْ لَا رَدَّ يُلْغِي مَعْلُومًا رِيغًا يَنْتَفِ لَوْ مَلَّظَ بَجَوَّ لَاؤِ بِجَاوِلًا فَرِيصًا مَهْضَعًا نَعُو لَا
زَوْجِي دَقَّ دَقًّا لَوْلَا قَسَافَةُ أَدْنَبَا نِإْفَ ثَدْحًا أَرُوجَ دَعْبًا نَاكِدًا لَادَعِ أَوْفَلْتَخَا فِي زَاوَجٍ جَوْرَخَا مَيْلًا حِيصَلَاوْ عِنْمَلَا لَا إِنْ رَفَكِي بِجَبِيْفٍ
جَوْرَخَا مَيْلًا

দাউদী (রঃ) বলেছেন, আলেমরা এ ব্যাপারে একমত যে, শাসক জালেম হলে যদি সামর্থ্য থাকে ফিতনা ও জুলুম ছাড়া তাকে অপসারণ করার তাহলে তা ওয়াজিব। তা না হলে ধৈর্য ধরা ওয়াজিব। অন্যরা বলেছেন, ফাসিক ও বিদযাতীর কাছে নেতৃত্ব দেয়া যাবে না। যদি সে প্রথমে ন্যায়পরায়ণ থাকে এবং পরে বিদযাত ও জুলুম করে তবে তার অপসারণ ও বিরুদ্ধাচারণের ব্যাপারে মতভেদ হয়েছে। সঠিক মত হচ্ছে, তা না করা যতক্ষণ না সে কুফরী করে। কুফরী করলে তাকে অপসারণ ও তার কিতাল করা ওয়াজিব হয়ে যায়। [উমদাতুল ক্বারী শরহে সহীহুল বুখারী, কিতাবুল ফিতান, ৩০/১১০]

একই ইজমা ইবনে হাজার (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: এ ব্যাপারে ইবনে ইমাম ইবনে বাত্তাল (রহ) বলেন, শাসক যদি জুলুম করে তথাপি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ফুকাহাগণ একমত পোষণ করেছেন, বিজয়ী শাসকের আনুগত্য ও তার সাথে মিলে জিহাদ ওয়াজিব। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চেয়ে আনুগত্য পোষণই উত্তম। কেননা তাতে রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়। জনসাধারণ স্বস্তি পায়। আর তাদের দলিল হলো, উপরোক্ত হাদীসসহ সমার্থবোধক অন্যান্য হাদীস। তবে তারা এ থেকে একটি বিষয়কে পৃথক করেছেন আর তা হলো যখন শাসক থেকে সুস্পষ্ট কুফর প্রকাশ পাবে। তখন আর আনুগত্য বৈধ নয় বরং সক্ষম ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হলো তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা। [ফাতহুল বারী, খন্ড:১৩, পৃষ্ঠা: ৭]

ফকীহ ইবনুত তীন (রহ) বলেন, ফুকাহাগণ একমত পোষণ করেছেন, খলীফা যখন কোনো কুফর বা বিদ’আতের দিকে আহ্বান করবে তখন নিশ্চিতভাবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আবশ্যিক হবে। [ইরশাদুস সারী, খন্ড:১০, পৃষ্ঠা:২১৭]

কাযী আবু ইয়াল্লা (রহ) বলেন, যদি শাসকদের থেকে এমন কোনো কাজ সংঘটিত হয়, যা দ্বীনের মধ্যে নিন্দনীয় বিষয় তাহলে লক্ষ্য করা হবে, সে যদি ঈমান আনার পর কুফরী কাজ করে তাহলে শাসনভার তার থেকে চলে যাবে। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই কেননা সে উস্মাহ থেকে বের হয়ে গেছে। আর তাকে হত্যা করা ওয়াজিব বলে সাব্যস্ত হবে। [আল-মুতামাদ ফী-উসূলিদীন, পৃষ্ঠা: ২৪৩]

ইবনে তাইমিয়া (রহ) বলেন, মুসলিমদের কোনো দল যদি কিছু ফরজ নামাজ ছেড়ে দেয় অথবা রোযা, হজ্জ থেকে বিরত থাকে, বা জুয়া, সুদ, জিনা, অন্যায় রক্তপাত, অন্যের মাল ভক্ষণকে হারাম না করে, গাইরে মাহরামকে বিবাহ করে বা জিহাদকে আঁকড়ে না ধরে, আহলে কিতাবদের উপর জিমিয়া ধার্য না করে অথবা এ ধরনের কোনো ওয়াজিব ছেড়ে দেয়, অথবা এমন কোনো হারাম থেকে বিরত না থাকে যেগুলোকে অস্বীকার করা বা ছাড়ার ব্যাপারে কোনো ওজর গ্রহণযোগ্য হয় না এবং যার অস্বীকারকারী কাফের বলে বিবেচিত হয়, এই নিবৃত্ত দলটির বিরুদ্ধে কিতাল করতে হবে। যদিও তারা এ ইবাদাতগুলোকে স্বীকার করে। আর এ ব্যাপারে আমার জানা মতে উলামাদের মাঝে কোনো ধরনের দ্বিমত নেই। [মাজমু আল ফাতাওয়া: ২৮/৫০২]

মুসলমানদের কোনো দল যদি ইসলামী শরীয়তের কোনো একটি স্পষ্ট মোতাওয়াতির বিধান থেকে বিরত থাকে মুসলিম জাতির সকল ইমামদের মতানুসারে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল ওয়াজিব যদিও তারা কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে। যদি তারা কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় না করে তাহলে নামাজ আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করতে হবে। যদি যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকে তাহলে যাকাত প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত তাদের সাথে কিতাল করতে হবে। একই হুকুম রমজানের রোজা ও হজ্জ আদায় না করলেও প্রযোজ্য। একই ভাবে যদি জান, মাল, সম্মান, ইজ্জত ইত্যাদি ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহ দ্বারা বিচার করা থেকে বিরত থাকে তাহলেও প্রযোজ্য। [মাজমু আল ফাতাওয়া: ২৮/৫১০]

আবু বকর জাশসাস (রহ) বলেন, অন্যায়ভাবে ক্ষমতার অধিকারী যে সমস্ত জালিমরা মানুষদের সম্পদ দখল করে, তাদের থেকে কর গ্রহণ করে, তাদের ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি তারা আল্লাহর বিধান মানতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে তাহলে প্রতিটি মুসলমানের উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা ও তাদেরকে হত্যা করা। এরা ‘সুদ’ গ্রহণকারীদের চেয়েও জঘন্য অপরাধী। কেননা এরা আল্লাহ তা’আলা যে নিষিদ্ধ বিধান দিয়েছেন তার সম্মান নষ্ট করেছে এবং মুসলমানদের সম্মান নষ্ট করেছে। আর সুদ গ্রহণকারী সুদ গ্রহণ করে আল্লাহর আদেশের অসম্মান করেছে, তবে যার থেকে সে গ্রহণ করেছে তার সম্মান নষ্ট করেনি, কেননা সেতো তা স্ব-ইচ্ছায় প্রদান করেছে। কর গ্রহণকারী এ ক্ষেত্রে ডাকাতদের ন্যায়, আল্লাহ তা’আলার বিধান ও মুসলমানদের সম্মান নষ্ট করী। যদি সংশয় বা ব্যাখ্যা দিয়ে নয় বরং অন্যায়ভাবে শক্তি খাটিয়ে তা গ্রহণ করে তাহলে যে মুসলমানই জানতে পারবে যে তারা অন্যায়ভাবে অনবরত মানুষের সম্পদ কর হিসাবে গ্রহণ করেছে তার জন্যই জায়েয হবে, যে ভাবেই হত্যা করা সম্ভব তাকে হত্যা করে ফেলা। একই ভাবে তার অনুসারী ও যাদের মাধ্যমে তারা সম্পদ গ্রহণের কাজ সম্পাদন করে থাকে তাদেরকেও। [আহকামুল কোরআন, খন্ড:২, পৃষ্ঠা: ১৯২]

খৈয়াল করুন, সূরা মায়েদার ৫০ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় **আল্লামা ইবনে কাসির (রঃ)** এর সারকথা হলো শাসক যদি মানব রচিত সংবিধান দিয়ে শাসনকার্য চালায় এবং এটিকে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের (সঃ) সুন্নাহর উপর প্রাধান্য দেয়। যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে সে কাফের হয়ে যাবে। তার বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব। যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের (সঃ) সুন্নাহর দিকে ফিরে না আসে, এবং কম হোক বেশি হোক কোন অবস্থাতেই আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান দ্বারা ফয়সালা না করে। [তাফসীর ইবনে কাসীর, খন্ড:৩, পৃষ্ঠা: ১৩১]

এরই আলোকে বর্বর তাতারদের মুর্তাদ ফতওয়া দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হয় যাতে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) ও অংশগ্রহণ করেন।

সূরা আনফালের ৩৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় **আল্লামা আবু বকর জাশসাস (রহ) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) ও হাসান (রাঃ) বলেছেন:** “যতক্ষণ না শিরক নির্মূল হয়।” আর মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (রহ) বলেন: “যতক্ষণ না প্রতিটি মুমিন ধীনের ব্যাপারে বিপদের সম্মুখীন হওয়া থেকে নিরাপদ হয়।” এখানে ফেতনার অর্থ কুফরও ধরা যেতে পারে এবং ফাসাদ ও অনাচারও ধরা যেতে পারে। কেননা কুফরের মাঝে ভ্রান্তি থাকার কারণে তাকে ফেতনাও বলা হয়। সুতরাং আয়াতটির দাবী হলো, কুফর, দুষ্কৃতকারী ও ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কিতাল করা। আয়াতটি এও প্রমাণ করে যে,

বিদ্রোহী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব। [আহকামুল কুরআন, খন্ড:৩, পৃষ্ঠা:৬৫]

সুতরাং সালাফদের মত হচ্ছে এই যে, শাসক যদি কুফরী করে তাহলে কিতালের মাধ্যমে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে এবং অপরজনকে স্থলাভিষিক্ত করতে হবে।